36. Contribution of Economics and Operation Research to Management Discipline

৩৬. ম্যানেজমেন্ট শাস্ত্রে অর্থনীতি ও অপারেশনস রিসার্চ-এর অবদান

ম্যানেজমেন্ট শাস্ত্রে দুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। একটি হলো অর্থনীতি (ক্ষুদ্র অর্থনীতি এবং সামষ্টিক অর্থনীতি, বিশেষত শেষেরটি) এবং অপরটি হলো অপারেশনস রিসার্চ (Operation Research – OR)।

অর্থনীতিবিদরা 'সেটেরিস প্যারিবাস' (ceteris paribus), অর্থাৎ 'অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে', এই তত্ত্বের আড়ালে প্রচুর (এবং প্রায়ই অগ্রহণযোগ্য) অনুমান করে থাকেন। কিন্তু পরে তারা আর ফিরে দেখেন না যে তাঁদের সেই অনুমানগুলো বাস্তবে ফলপ্রসূ হচ্ছে কি না, আর যদি না হয়, তবে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য কী ধরনের সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে। যেখানে অনুমানগুলো সত্য হয় না কিংবা অত্যন্ত দেরিতে (এবং কেবল কোনো সমস্যার তীব্র আঁচ পাওয়ার পরেই) বাস্তবে রূপ নেয়, সেখানে তারা নতুন করে একগুচ্ছ অনুমান দাঁড় করান। এভাবেই, একের পর এক, প্রায়ই ভিত্তিহীন, অনুমানের ফলে 'উপাদান-ফলাফল' (input-output) সম্পর্কটি একটি রহস্যময় বাক্সে (black box) পরিণত হয়, যা অনেক সময় সেই মূল গতিপথকেই বদলে দেয়, যেদিকে কোনো সংস্থা বা অর্থনীতির এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ডঃ মনমোহন সিং এই অনুমান করেছিলেন যে, কয়লা খনিগুলো (coal blocks) বরাদ্দ করার মাধ্যমেই ভারতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে। তিনি সম্ভবত এই বিষয়টি ভুলে গিয়েছিলেন যে, কয়লা কেবল বরাদ্দ করলেই চলে না, বরং তা উত্তোলন ও পরিবহন করার বিষয়টিও অত্যন্ত জরুরি। ভারতীয় ব্যবসায়ী মহলের আচরণ ও কর্মপদ্ধতি এবং তাদের সক্ষমতা সম্পর্কে তিনি অনেকগুলি ভুল ধারণা করেছিলেন, যার মাশুল তাকে শেষমেশ দিতে হয়েছে। খনি বরাদ্দের পর যদি তিনি নিয়মিত তদারকি করে যাচাই করে দেখতেন যে কয়লা আদৌ উত্তোলন করা হচ্ছে কি না, তবে তিনি হয়তো বছরের পর বছর ধরে এভাবে খনি বরাদ্দ হতে দিতেন না। আশা করা যায়, প্রধানমন্ত্রী মোদী অন্তত এমন কোনো ভ্রান্ত অনুমান করছেন না। যদিও বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় এমন কোনো সুস্পষ্ট লক্ষণ এখনো দেখা যাচ্ছে না যা নিশ্চিত করে যে তিনি সেই একই ফাঁদে পা দিচ্ছেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী মোদী তার কর্মব্যস্ততার মাঝে এতটাই মগ্ন থাকেন যে, তিনি হয়তো খেয়ালই করেননি যে সংবাদমাধ্যমগুলো ইতিমধ্যে তাঁর নাম দু'বার বদল করেছে, প্রথমে 'নরেন্দ্র মোদী' থেকে 'নামো' (NaMo), এবং তার পরে তা থেকে 'পিএম মোদী' (PM Modi)-তে রূপান্তরিত হয়েছে। অন্যথায়, তিনি নিশ্চয়ই এ বিষয়ে কোনো সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসটি অর্থনীতিবিদদের করা এমন সব ভিত্তিহীন অনুমানে পরিপূর্ণ, যার ফলস্বরূপ ভারত আজও একটি 'উন্নয়নশীল দেশই' রয়ে গিয়েছে, যে দেশটি ১৯৫০ সাল থেকেই নাকি 'ওড়ার জন্য প্রস্তুত' (ready to take off) হয়ে আছে।

অন্য একটি বিষয় হলো অপারেশনস রিসার্চ (Operations Research – OR)। সম্পদ ব্যবহারের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং নির্দিষ্ট কিছু সীমাবদ্ধতার (constraints) মধ্যে তার সর্বোত্তম ব্যবহারের মান ঠিক করার জন্য অত্যন্ত কার্যকর। তবে অনেকেই সেই সীমাবদ্ধতার ফাঁদে আটকে যান (যেন সেই সীমাবদ্ধতাগুলো পবিত্র কোনো বিধান)।

কে বলেছে এই সীমাবদ্ধতাগুলোর উপরে ওঠা যায় না বা এগুলি নিয়ন্ত্রণ বা ম্যানেজ করা সম্ভব নয়? উদাহরণ, একটি সাধারণ পরিবহন সমস্যার ক্ষেত্রে, ট্রাকের সংখ্যা কি বাড়ানো যায় না? নতুন কোনো পরিবহন পথ বা রুট কি তৈরি করা যায় না? আপাতদৃষ্টিতে যেসব সীমাবদ্ধতাকে অত্যন্ত কঠিন বা অনতিক্রম্য মনে হয়, সেগুলোর কোনো কোনোটিকে কি পরিবর্তন করা যায় না? সৃজনশীল সমস্যা সমাধানে বিশ্বাসী একজন ব্যক্তি এই 'সীমাবদ্ধতা'র মৌলিক ভিত্তিগুলোকেই বদলে দিতে পারেন। কিন্তু আচরণগত বিজ্ঞানের (behavioural sciences) এই কৌশলগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকায়, অপারেশনস রিসার্চ-এর বিশেষজ্ঞরা ব্যবস্থাপক ও নীতিনির্ধারকদের কেবল 'বর্তমান পরিস্থিতিতে' 'সেরা সমাধানটি' দিয়েই মোহাচ্ছন্ন করে রাখেন।

আচরণগত বিজ্ঞানের (Behavioural Science) বিভিন্ন হাতিয়ার ও কৌশল সম্পর্কে সচেতনতার অভাবের কারণে উভয় ক্ষেত্রেই সমস্যা থাকে। কিন্তু অর্থনীতি ও অপারেশনস রিসার্চ (OR)-এর বিশেষজ্ঞদের কাছে আচরণগত বিজ্ঞান যেন এক চরম অস্পৃশ্য বিষয়। অন্যদিকে, আচরণগত বিজ্ঞানীরা তাঁদের নিজস্ব জগতে থাকেন। তাঁদের কাছে অর্থনীতি ও অপারেশনস রিসার্চ-এর বিষয়গুলোও 'অস্পৃশ্য' হিসেবেই থাকে। ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে এই অতি-বিশেষায়নের ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পদ সদ্ব্যবহার এবং তাদের হাতে সম্পদের (যা প্রায়ই সঠিকভাবে বোঝা যায় না বা সমাদর করা হয় না) যথাযথ ব্যবহার করে প্রবৃদ্ধি অর্জনের একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সুফল লাভে বঞ্চিত হচ্ছে।